__মূল শব্দাবলী__
মহররম
হিজর
ভাল কাজ
পাপ

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
27 June 2025 / 1 Muharram 1446H

আওয়াল মহররম- ধর্মীয় চেতনা নবায়নের কাল

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَٱلشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَٱمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَىٰ فِي التَّنْزِيْلِ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা সত্য ও নিষ্ঠার সাথে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া দৃঢ় করি। আমরা তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখি। বস্তুতঃ যাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা সম্পর্কে সচেতন, তাঁদেরকে তিনি তাঁদের যে কোন অবস্থা নির্বিশেষে পথ প্রদর্শন ও সুরক্ষা প্রদান করেন।

প্রিয় সুধী,

আমরা একটি নতুন হিজরী মাসে পা দিলাম। ইসলামিক ক্যালেন্ডারে মহররমকে একটি প্রারম্ভিক মাস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই মাসের গুণাবলীগুলি কি - এই প্রশ্ন করলে তার উত্তর কি হবে? ভাইয়েরা

আমার, কেবলমাত্র এটাই একমাত্র মাস যাকে আমাদের প্রিয় নবী করিম (সঃ) বলতেন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মাস। একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, একদিন নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন,

أَفْضَلُ الصِّيامِ، بَعْدَ رَمَضانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ

অর্থঃ রমযান মাসের পরে যে মাসে রোজা রাখাটা সর্বশ্রেষ্ঠ তা হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার মাস- মহরমের মাসে। (মুসলিম কর্তৃক বর্নিত হাদীস)

এই মাসটিকে আরেকটি কারণে অধিক সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়। কারণটি হলো, ইসলামে যে চারটি মাসকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এই মাসটি তার একটি। আর তাই, মুসলমানগণ হিজরী নতুন বছর শুরু করতে অনুপ্রাণিত হন ইবাদত করা ও ভাল কাজ করার মধ্য দিয়ে – আর এগুলো তাঁরা এই আশাতে করেন যে নতুন বছর তাদের নিকট মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট থেকে রহমত বয়ে নিয়ে আসবে এবং সারা বছর জুড়ে তাঁরা এই বিশ্বাসে অটুট থাকতে অনুপ্রাণিত হবেন।

সম্মানিত সুধী,

মহররম কেবলমাত্র একটি বিশেষ সময়ের শনাক্তকারী মাস নয় বরং এটা ইসলামের ইতিহাসের একটি বড় ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘটনাটি হলো, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা। এটা এমন একটি যাত্রার জন্য প্রয়োজন ছিল ত্যাগ- সকল সম্পত্তি, অবস্থান ও আবেগকে ত্যাগ করে তাঁদেরকে এই যাত্রাটি করতে হয়েছিল। আর এতদসব পরীক্ষার মধ্যেও আমাদের প্রিয় নবী ছিলেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি বিশ্বাসে অবিচল ও দৃঢ় ।

পবিত্র কোরআনের সুরা আত তাওবার ৪০ নম্বর আয়াত আমাদেরকে সেই মুহূর্তের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন অবিশ্বাসীরা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) কে বহিষ্কার করার পরে তাঁকে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। বিরোধী শক্তির লোকজন তাঁদের পিছু নিয়েছিল ফলে

তাঁদেরকে গুহার ভেতরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই সময়, যখন আবু বকর (রাঃ) একটু চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তখন নবী করিম (সঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

অর্থঃ "চিন্তা কোরো না। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সঙ্গে আছেন"।

আর তারপর, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের নিকট পাঠালেন সাকিনা- বা প্রশান্তি এবং তাঁদেরকে নানাভাবে সাহায্য করলেন। প্রিয় ভাইয়েরা, এটাই হলো হিযরতের স্পৃহা বা স্পিরিট। এটা এমন এক প্রত্যয় যা কঠিন কাজের পরে প্রশান্তি বয়ে আনে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও মনে আশার আলো জাগিয়ে রাখে। এটা আমাদেরকে শেখায় যে, ভাল কিছুতে পরিবর্তিত হতে হলে দরকার হলো অধ্যবসায়, ধৈর্য ও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

এই মহররম মাসের আলোয় আসুন, আমরা নিজেদের প্রতি আলোকপাত করি এবং নিজেদের জীবনের উন্নতি সাধন করি। অতীতে আমরা অনেক কাজে অনেক অবহেলা করেছি, এখন আসুন আমরা আরেকটু সচেতন হই। অতীতে যদি আমরা বিক্ষিপ্ত মনে চলে থাকি, তবে আসুন এই বছরে আমরা গভীর মনোযোগ এবং সচেতনতার সাথে নিজেদেরকে পরিচালনা করি।

সম্মানিত সুধী,

আমাদের জীবনে মহররমের মর্ম বুঝতে হলে, আজকের এই খুতবায় আপনাদেরকে দুইটি পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করবঃ

প্রথমতঃ আমাদের সময়কে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবেঃ

আমাদের জীবন সংক্ষিপ্ত। আমরা যদি আমাদের জীবন ভাল কাজ দ্বারা সম্পূর্ণ না করি তাহলে আমরা আমাদের মূল্যবান সময় হারিয়ে ফেলব। এবং আমাদের অবস্থাও হবে বিপন্ন। সুরা আল আসরের প্রথম

আয়াতে এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি গভীর অর্থপূর্ণ কথা বলেছেন। তা হলো,

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢

অর্থঃ সময়ের শপথ। মানুষ নিশ্চয়ই ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।

কেবল তাঁরা ছাড়া, যাঁরা বিশ্বাসী, ভাল কাজ করেন এবং সত্য ও ধৈর্য ধারণে একে অপরকে উৎসাহিত করেন"।

তাই, কোন ভাল কাজ না করে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা ঠিক না। ভাল কাজ করুন। বেশী করে মসজিদে আসুন। সপ্তাহে শুধু একদিন নয়। দান করা একটি নিত্যদিনের কাজে পরিণত করুন। পবিত্র কোরআন পাঠ করুন এবং তার বানীর অর্থ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করুন। আমাদের নবী করিম (সঃ) এর প্রিয় কাজগুলির কথা মনে করে সেই মোতাবেক আমাদের বাহ্যিক কাজে এবং অন্তরে তার প্রতিফলন দেখুন। অন্যের সঙ্গে যেমন আমাদের স্বামী বা স্ত্রীদের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে, বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করুন। সুরা আল আসর-এ আমাদের সকলের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের যে কথা বলা হয়েছে, বিশ্বাস, ভাল কাজ, সত্যবাদিতা এবং ধৈর্যের সাথে সেই সম্পর্ক যেন আমরা বজায় রাখতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ অতীতের পাপ এবং ভুল কাজগুলি ভুলে যান

হিজরতের মূল কথা বলতে গিয়ে নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى ٱللَّهُ عَنْهُ

অর্থঃ প্রকৃত মুহাজির বা অভিবাসী হলেন তিনি যিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা কর্তৃক নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিহার করে চলেন"।

এইটা আমাদের অতীতের পাপ কাজ আর না করার এবং একটি বিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে পারার এক বড় সুযোগ। একই ভুল কাজ বারবার করা বন্ধ করতে হবে। পুরনো বদভ্যাসগুলি তা ছোট বা বড় হোক, কেউ দেখুক আর না দেখুক, সেগুলিকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

শুধু মাত্র অল্প কয়েক রকমের পাপ নয়, সব রকমের পাপ কাজ সম্পর্কে সচেতন হোন। ইবাদত পালন না করে পাপ করা, ইচ্ছা করে দম্ভের সাথে ইবাদতে অবহেলা করে পাপ করা। অন্যের সঙ্গে আচরণে পাপ করা, পরচর্চা করা, অন্যকে অপবাদ দেয়া, মিথ্যা কথা বলা, অন্যকে নিপীড়ন করা, অন্যকে মানসিক বা শারিরীকভাবে ক্ষতি করা। অন্যের প্রতি এবং অন্যের পরিবারের প্রতি পাপ করা যেমন কোন স্বামী বা কোন স্ত্রীর প্রতি সন্তান ও বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন না করা, একই লিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের কারো সঙ্গে কোন বেআইনী সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া, মাদক সেবন করা বা মাদকদ্রব্য বিতরণ করা। এইসব পাপকর্ম দ্রুত পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মানিত সুধী,

হিযরত করা কেবলমাত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শারীরিক স্থানান্তর নয়- এটা আমাদের আত্মারও স্থানবদল করে। এটা আমাদের আত্ম-উন্নতির একটি অবিরাম যাত্রা- অন্ধকার থেকে আলোর পথে, উদাসীনতা থেকে সচেতনতার পথে, পাপ থেকে অনুতাপের পথে যাত্রা। হিজরত কখনও কাউকে ত্রুটিহীন নিখুঁত মানুষ হবার কথা বলে না কিন্তু উন্নতির পথে এগিয়ে চলার চেষ্টায় আন্তরিক থাকার কথা বলে।

এই হিজরত মাসকে আসুন আমরা পাপকর্ম থেকে নিজেকে শুদ্ধ ও ধর্মীয় ভাবধারা নবায়ন করার একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে পরিণত করি। আমাদের এই মাসের যাত্রায় আশা, প্রার্থনা ও দৃঢ়তাকে বুকে বেধে যাত্রা শুরু করি। ইয়া আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমরা এ জীবনে অনেক ভুল করেছি এবং আপনি ছাড়া আর কেউ এই পাপ ক্ষমা করতে পারবেন না। অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। আপনি সর্ব ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনার হাত দুটি তুলি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, গভীর আশা নিয়ে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের সকল আর্জি গ্রহণ করেন। এটা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তাঁর বান্দার আকুতি আর তার বান্দার যত ভুল-ভ্রান্তি থাকুক না কেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা। আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের গাজাবাসী ভাই-বোন্দর জন্য যাঁরা নিরন্তর সেখানে কঠিন জীবনযাপন করে যাচ্ছেন। এখন এমন একটা সময় যখন মানুষের নিকট থেকে সেখানে যে কোন সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তখন আমরা

সারা বিশ্বের অধিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আসি- তিনি একজন যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের চেয়েও অধিক ক্ষমতার মালিক, যে কোন সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী, তিনি যেন গাজাবাসী ভাই-বোনদের ওপর তাঁর সাহায্যপ্রদান অব্যাহত রাখেন।

হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রবণকারী যিনি তাঁর বান্দার প্রতিটি ফিসফিসানিও শুনে থাকেন। আমাদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। মূলতঃ আমরা আপনার সামান্য বান্দা যাঁরা প্রায়ই অনেককিছু ভুলে যাই এবং ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি।আমাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পাপও ক্ষমা করবেন। জেনে করা পাপ এবং জানার বাইরে করা পাপ আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবেন, বিশাল সমুদ্রের সমান পাপও ক্ষমা করে দেবেন। এবং এই সকল পাপ যেন আপনার প্রতি আমাদের ইবাদত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

হে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমরা জানি আপনার রহমতপ্রাপ্ত বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে আপনি আপনার সকল বান্দার মিনতির জবাব দেন, আমরা আপনার নিকট আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে অবনত হয়ে আপনার একটু করুণার জন্য মিনতি জানাই। হে সর্বত্তোম ক্ষমাশীল, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ভাই-বোনকে আপনি সাহায্য করুন, বিশেষ করে যারা গাজা এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আছেন।

হে আল্লাহ, হে মান্নান, তাঁদের ভার আপনি লাঘব করে দেন, সহিংসতা ও ক্ষতি থেকে আপনি তাঁদের রক্ষা করুন, অসুস্থ ও আহতদেরকে আপনি সারিয়ে তুলুন এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে খাদ্য দান করুন।

হে মহান আল্লাহ, হে লতিফ, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যানকর হিসাবে প্রদান করেছেন,এবং পরকালেও তাঁদের জীবন কল্যাণকর করবেন এবং তাঁদেরকে আপনার জান্নাতী ভালবাসায় ঘিরে রাখবেন এবং আপনার সাহায় ও সহযোগিতায় আপনার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসাও দৃঢ় মজবুত করুন।

ইয়া আল্লাহ। ইয়া হে দজ্জাল, ইজ্জি ওয়াসসুলতান তাঁদের সকল ভয় ভীতিকে নির্ভীকতায়, কঠিন অবস্থাকে সহজ অবস্থায়, তাদের সকল দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রশান্তিতে এবং সকল দুঃখগুলিকে আনন্দে পরিণত করুন। আমীন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.